তারিখ 12 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব নারী ও শিশু পাচারের মূল কারণ

আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্যশক্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক ১৭৭ জন নারীর ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যায়, পাচারের শিকার নারীদের বেশিরভাগই চাকরি অপেক্ষা বিয়ের প্রস্তাবেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। অজ্ঞতার কারণেই পাচার হয়ে গিয়েছিল। আর তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল নির্যাতনমূলক পেশা গ্রহণ করতে। জন্ম নিবন্ধন না থাকায় পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের বয়সের কোনো রেকর্ড থাকে না এবং মেয়েদের বিয়ের জন্য আইন নির্ধারিত ন্যূনতম বয়স হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে বিবাহ নিবন্ধন না থাকায় স্বামীর পদমর্যাদা, সামাজিক অবস্থান এবং বর্তমান কিছুই জানা যায় না এবং তথাকথিত স্বামীকে খুঁজে বের করাও সম্ভব হয় না। অন্যদিকে নারী ও শিশুদের তাদের আত্মীয়স্বজন বা গ্রামবাসীর মাধ্যমে শহর অঞ্চল, মধ্যবিত্ত পরিবার ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়ার নাম করে নিয়ে আসা হয়। প্রায়ই তাদের পিতামাতা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু জানা থাকে না। চাকরিদাতা ও চাকরি বিষয়ক কোনো নিবন্ধন না থাকায় নারী ও শিশুরা সহজেই তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া তারা যদি অন্য পেশায় অথবা অন্য জায়গায় চলে যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ। অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং নিরক্ষরতা পরিবারে নারী ও মেয়ে শিশুদের নিম্ন অবস্থান ও বৈষম্যের প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা টিকিয়ে রাখতে প্রভাব ফেলে। তাই নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করতে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. মিজানুর রহমান,
মৌলভীবাজার